দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মার্কশীটে ভুল

পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ও মার্কশীটে ভুল থাকলে ছাত্রছাত্রীদের নানারকম বিপাকে পড়া স্বাভাবিক। ভর্তিতে অসুবিধা। ভুল সংশোধন করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয়, পয়সাও গুনাহগারি দিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জের টানতে হয় দীর্ঘদিন। অতীতে পরীক্ষা পাসের এসব দলিলে ভুলভ্রান্তি খুবই কম ঘটত। কিন্তু আজকাল এ ধরনের বিভিন্ন কাগজপত্রে বিশেষত মার্কশীটে ভুলের ছড়াছড়ি। এই ভুলটা এবার বেশী ঘটেছে এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা পড়েছে দারুণ বিপদে।

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে টাঙ্গাইলের ২৪৫টি স্কুলের প্রায় প্রতিটিরই ছাত্রছাত্রীদের মার্কশীটে নম্বরে, নম্বরের যোগে অথবা নামের বানানে নানারকম ভুল। অনেক মার্কশীটে কোন কোন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ও মোট নম্বরের মধ্যে মিল নেই। কোন বিষয়ের দুই পত্রের একটিতে নম্বর বেশী দেখানো হয়েছে, কিন্তু ঐ দুই পত্রের মোট নম্বর অথবা সব বিষয়ের মোট নম্বর ভিন্ন রকমের। বাড়তি নম্বরটুকু যোগ করলে দেখা যায় যে যে পরীক্ষার্থীকে দ্বিতীয় বিভাগে অথবা তৃতীয় বিভাগে পাস বলে দেখানো হয়েছে সে যথাক্রমে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগে উঠে যায়। আসল নম্বরটা কত, এই প্রশ্নই জেগেছে অনেক পরীক্ষার্থীর মনে। পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের নাম ভুল বানানে লেখা হয়েছে অথবা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পাসকে ফেল এবং ফেলকে পাস দেখানো হয়েছে। প্রথম বিভাগে পাস কোন কোন ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগে নেমে গেছে। এমন কি মেধা-তালিকায়ও এ বিভ্রাট ঘটেছে। আপত্তি জানানো হলে পরে সঠিক অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। মেধা-তালিকার অবস্থান ও পাসের বিভাগ বিভ্রাট নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে। আদালতের রায় অনুসারে সংশোধন করা হয়েছে মার্কশীট।

নম্বর ও নামের বানান দুটোই ছাত্রছাত্রীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অথচ এই বিভ্রাট ঘটে চলেছে এবং অনেক বেড়েছেও। মার্কশীটে ভুলের সূত্রপাত আগেই। তবে এ বছর সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। চারটি শিক্ষা বোর্ডেই এবার এই ভুল ঘটেছে অনেক বেশী। ঢাকা বোর্ড থেকে আট হাজার নয় শ ছাপান্নটি ভুলে ভরা সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের কোন কোন স্কুলে ২০টিরও বেশী ভুলে ভরা মার্কশীট গেছে। প্রতিটি স্কুলে গেছে গড়ে ৮টি।

ভুলে ভরা মার্কশীটের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এটা বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। যারা টেবুলেশন শীট বা নম্বর খাতা থেকে মার্কশীটে নম্বর তোলেন তাদের বিশেষ দায়িত্বশীল ও সতর্ক হতে হবে। এই দায়িত্ব যারা নির্ভুলভাবে পালন করতে পারেন শুধুমাত্র তাদেরই এ কাজে নিয়োগ করতে হবে। সার্টিফিকেট লেখার জন্য যেমন বিশেষ লোক নিয়োগ করা হয়, তেমনি মার্কশীটও লেখার জন্য দক্ষ ও মনোযোগী লোক থাকতে হবে। এ সত্য স্বীকার্য যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বাড়ায় এবং মার্কশীট ইস্যুর কাজটি তাড়াতাড়ি করতে হয় বলে ভুলভ্রান্তি ঘটার আশংকা থাকে। তবে দক্ষ ও মনোযোগী লোকদের এই দায়িত্ব দেয়া হলে এবং ইস্যুর আগে ভালভাবে চেক করা হলে মার্কশীটে ভুল থাকবে না বলে আশা করা যায়।